দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 17 FEB 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... ৬ কলাম ... ২ ......

তেরখাদায় উনিশটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবন ঝুঁকিপূর্ণ

■ তেরখাদা (খুলনা) সংবাদদাতা

তেরখাদা উপজেলার ১৯টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মূলভবন অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে। এতে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের পাঠদান ব্যাহত হচ্ছে। বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা ক্লাশ করার অন্য কোনো স্থান না পাওয়ায় ঝুঁকি নিয়েই ক্লাশ কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। শুষ্ক মৌসুমে বিশেষ করে শীতকালে অনেক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা বেঞ্চ এবং চেয়ার-টেবিল বের করে মাঠের মধ্যে, আবার গরমের সময় গাছের তলায় বসে ক্লাশ কার্যক্রম পরিচালনা করেন। বর্ষা আসলেই শিক্ষকদের চিন্তা বেড়ে যায়। বর্ষা মৌসুমে বেঞ্চ বের করে বাইরে ক্লাশ নেয়া সম্ভব হয় না। শিক্ষা অফিস ও সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের প্রধানসহ অন্য শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, কোনো কোনো বিদ্যালয় ভবন ৩/৪ বছর আগে থেকে পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়। কিন্তু ক্লাশ করার বিকল্প কোনো ব্যবস্থা না থাকায় এক প্রকার বাধ্য হয়েই শিক্ষকদের ওইসব জীবন বিধ্বংসী ভবনে ক্লাশ নিতে হচ্ছে।

বিদ্যালয়ের মূল ভবন একেবারেই জরাজীর্ণ ও ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে সে সব বিদ্যালয় হলো— জয়সেনা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, পাটগাতি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, পারখালী বিলদুড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, শেখপুরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, এগার আমতলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, শহীদপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বর্ণমালা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, গাজীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, নাচুনিয়া পূর্বপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, নাচুনিয়া পূর্ব পাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কুমিরডাঙ্গা পূর্বপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, অর্জুনা বলার্দ্ধনা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ইন্দুহাটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, কালিনগর সীতারামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, আবনালী আব্দুল আজিজ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ভুজনীয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, পূর্ব বারাসাত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, শালিকদাহ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, নলিয়ারচর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং আড়কান্দি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়।

উপজেলা শিক্ষা অফিসার মো. কামরুল ইসলাম জানান, ১৯টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মূল ভবনের অবস্থা খুবই নাজুক। এ বিষয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে একাধিকবার জানানো হয়েছে।